075

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5|2|83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

জনমত

বেসরকারী কলেজ কর্মচারীদের কথা

আমরা বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কয়েক হাজার কর্মচারী। এই দুর্মূল্যের দিনে আমরা অতি কষ্টে জীবন-যাপন করছি। আমাদের চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই, কোন নিয়মাবলী নেই, এমন কি কোন বেতনক্রমও নেই। আমরা সকাল ৩টায় কলেজে উপস্থিত হই এবং সন্ধ্যা ৬টায় ছুটি পাই। ৮ ঘন্টার অধিক চাকরি করে বেতন পাই মাত্র গড়ে ২০০/- (দুই শত) থেকে ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা। এই দুর্মূল্যের বাজারে কোন মতে বেঁচে থাকার জন্যেও এই বেতন যে যথেষ্ট নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের বাড়তি আয়ের কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ চাকরি শেষে অতিরিক্ত কাজ করার কোন সময় আমরা পাই না—যেমনটি পেয়ে থাকেন শিক্ষক সম্প্রদায়। কলেজে লেকচার দেওয়ার পরও প্রাইভেট টিউশানি, সাইড ব্যবসা, খাতা দেখা-সহ অন্যান্য সুযোগ তারা পেয়ে থাকেন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্যে চাকরিবিধি, বেতনক্রম চাকরির নিশ্চয়তা সবই আছে, অন্যদিকে আমাদের অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্যে কোনটাই নেই। কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুশীর উপরই আমাদের সবকিছু নির্ভরশীল। উপরন্তু, সরকার ঘোষিত ৩০% ও ২০% প্রদানের বেলায়ও চরম বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। যেখানে একজন শিক্ষক মহার্ঘভাতা বাবদ সরকারী তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ২৯০/- এবং সর্বনিম্ন ১৩৫/- টাকা পাচ্ছেন সেখানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পাচ্ছে যথাক্রমে ৪৩/২০ টাকা ও ৩৬/- টাকা মাত্র। ১৯৭৪ সনে যেখানে একজন শিক্ষক কল্যাণ ভাতা বাবদ পেতেন ১০০/- টাকা সেখানে একজন অশিক্ষক কর্মচারী পেতেন ৫০/- টাকা। ১৯৭৭ সনে এটা বর্ধিত হয়ে শিক্ষকদের জন্যে হয় ২০০/- টাকা অশিক্ষক ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্যে হয় ৭৫/- টাকা, ১৯৭৮ সনে শিক্ষকদের জন্যে হয় ৩২০/- টাকা অশিক্ষক ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ১২০/- টাকা ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্যে ১০০/- টাকা। পুনরায় ১৯৭৯ সনে শিক্ষকদের কল্যাণ ভাতা বেড়ে হয় ৩৭৫/- টাকা। অথচ অশিক্ষক কর্মচারীদের কোন বাড়তি টাকা দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ১৯৮০ সনে শিক্ষকদের বেতনক্রম দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ২১০০-২৬০০/- টাকা, ১৮৫০-২৩৭৫ টাকা, ১৪০০-২২২৫ টাকা, ১১৫০-১৮০০ টাকা, ৯০০-১৬১০ টাকা এবং ৭৫০-১৪৭০ টাকা। এই বেতনক্রমের অর্ধেক টাকা শিক্ষকগণ নিয়মিত পাচ্ছেন, অথচ অশিক্ষক কর্মচারীদের কোন বেতনক্রমই দেয়া হয়নি। এবং পূর্বের নির্ধারিত হারেই তাদের কল্যাণ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এভাবে বেসরকারী কলেজসমূহের কয়েক হাজার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অসহায় গরীব কর্মচারীকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। আজ আমরা অনন্যোপায় হয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করছি, অনতিবিলম্বে আমাদের বেতনক্রম, চাকরি বিধি, আনুপাতিক হারে সরকারী কল্যাণ ভাতা ও মহার্ঘভাতা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা করে এই আর্থিক দুর্দিনে আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করা হয়।

—মোঃ আজমল হোসেন,
সভাপতি,
বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজ
কর্মচারী ইউনিয়ন,
কেন্দ্রীয় দফতর, ঢাকা।

সিরাজদিখান এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র

১৯৮২ সালে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সিরাজদিখান থানায় প্রথমবারের মতো এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়। স্বাভাবিকভাবে থানা হেড কোয়ার্টারের একমাত্র পাইলট স্কুল রাজদিয়া পাইলট হাইস্কুলেই পরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে স্থান পায়। একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে গত বৎসর মহকুমার অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে সিরাজদিখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে সর্বদিক থেকেই অপেক্ষাকৃত ভালো পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু কেন জানি না, কোন এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে এ বছর পরীক্ষার স্থান রাজদিয়া পাইলট অভয় হাইস্কুল থেকে স্থানান্তরিত করে থানা সদর থেকে দূরবর্তী ইছাপুরা হাইস্কুলে নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে রাজদিয়াতে পরীক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান হয় না। কিন্তু এই অভিযোগ মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা স্থান সংকুলানের প্রশ্নটি এখানে অতি সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব। পার্শ্ববর্তী আঃ জাব্বার বালিকা বিদ্যালয়েও পরীক্ষার স্থান করা যেতে পারে। তবে কেন এই ব্যবস্থা নেয়া হলো? কেন স্থান-সংকুলানের প্রশ্নে রাজদিয়া হাইস্কুলের মতামত চাওয়া হলো না? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করতেই এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। এ ব্যাপারে থানার বিভিন্ন স্কুল বা অভিভাবকবৃন্দেরও কোন মতামত নেয়া হয়নি। জানতে পারলাম যে থানাধীন ১২টি হাইস্কুলের মধ্যে দশটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে রাজদিয়াকেই উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। তাঁরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে দরখাস্তের মাধ্যমে তাদের মতামত জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকদের মতামত কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার অপেক্ষা রাখে বলে মনে করি।

রাজদিয়া পাইলট অভয় হাইস্কুল থানা সদরে অবস্থিত বলে পরীক্ষা পরিচালনার সুবিধাসমূহ হলো:

(১) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাখার সুব্যবস্থা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া থেকে কেন্দ্রটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

(২) স্কুলটি থানা সদরে অবস্থিত বলে প্রশাসনিক ও আইন-শৃংখলার যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব।

(৩) উন্নীত থানা বিধায় কেন্দ্রটি থানা নির্বাহী অফিসারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাধীনে রাখা সম্ভব।

(৪) বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রী পরীক্ষার্থীর অভিভাবকেরা তাঁদের মেয়েদের থানা সদরের এই স্কুলটিতে পরীক্ষা কেন্দ্ররূপে বাঞ্ছনীয় ও নিরাপদ মনে করেন।

(৫) জল ও স্থলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকায় থানার ১২টি স্কুলের মধ্যে ১০টি স্কুলই রাজদিয়া অভয় হাই স্কুলটিকে কেন্দ্র হিসাবে দেখতে চায়।

অতএব একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে থানার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে রাজদিয়া অভয় হাইস্কুলে সিরাজদিখান এসএসসি সেন্টার রাখার জন্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন,
পল্লী চিকিৎসক,
আনোয়ার মেডিক্যাল হল,
সিরাজদিখান, ঢাকা।